বিদেশী জঙ্গিদের সঙ্গেও রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঃ কে এই অধ্যাপক গালিব?

কাগজ ডেস্ক ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অতি পরিচিত শিক্ষক ড. আসাদুল্লাহ আল গালিবের নামটি হঠাৎ করেই প্রকাশ্যে চলে এলো। গত সোমবার বগুড়ায় জঙ্গি সদস্য শফিকুল্লাহ তার জবানবন্দিতে ড. গালিবকে তাদের নেতা বলে উল্লেখ করেছে। একই দিন নাটোরে গ্রেপ্তারকৃত জঙ্গি দলের নেতা ফরমান আলীও সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতেও তাদের নেতা হিসেবে ড. গালিবের নাম উল্লেখ করেছে। তবে দুজনই ঢাকায় জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ফিরে এসে এই জবানবন্দি দেয়। স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, ড. গালিব আহলে হাদিস আন্দোলনের একজন নেতা। তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জামাত-শিবিরের ক্যান্টনমেন্ট বলে পরিচিত বিনোদপুরে একটি দ্বিতল মসজিদই তার মূল ঘাঁটি। সূত্রটি জানায়, সর্বপরিচিত এই 'গালিব স্যার'কে একটি বিশাল তরুণ ও যুবক গোষ্ঠী পীরের মতো সম্মান করে। তার কথায় ওঠে-বসে। এছাড়া তিনি বছরের প্রায় অর্ধেক সময় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফরে থাকেন। আফগানিস্তান-পাকিস্তানেও তার যাতায়াতের কথা বলেছেন অনেকেই। ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত ড. গালিব চড়েন দামি গাড়িতে। তাছাড়া তার জীবনযাপনও বিলাসবহুল বলে জানা গেছে। তাছাড়া রাজশাহী বানেশ্বরের কাছে বগুড়া-রাজশাহী মহাসড়কের পাশে অবস্থিত একটি দোতলা মসজিদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দোতলায় তিনি মাঝে মধ্যেই বৈঠক করেন। এই বৈঠকে আগতদের অধিকাংশই অপরিচিত এবং বৈঠকস্থলে কাউকে যেতে দেওয়া হয় না বলে সূত্রটি জানায়।

রাবি প্রতিনিধি জানান, মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিনের সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুল্লাহ আল গালিবের সংশ্লিষ্টতার চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হওয়ায় বেকায়দায় পড়ে গেছেন ঐ শিক্ষক। তিনি জামা'আতুল মুজাহিদিনের উত্তরাঞ্চলীয় প্রধান বলে বিভিন্ন তথ্য সূত্রে জানা গেছে।

নাটোরের মসজিদ থেকে গ্রেপ্তারকৃত ১২ জঙ্গির ৫ জন সদস্যের ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে আসাদুল্লাহ আল গালিবের নাম বেরিয়ে আসে। গত সোমবার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি প্রদানকালে জঙ্গিরা এই তথ্য ফাঁস করে। রাবি প্রফেসর আসাদুল্লাহ আল গালিব আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের আমির বলে

জানা গেছে। তিনি এই আন্দোলন তদারকির নামে বিভিন্ন সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করলেও মূলত জঙ্গি কর্মকাণ্ডই পরিচালনা করতেন বলে জানা গেছে। বিদেশের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গেও তার যোগাযোগ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিপূর্বে তিনি বহুবার কুয়েত, শ্রীলঙ্কা, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করেছেন।

রাজশাহীর নওদাপাড়াস্থ আহলে হাদিস অফিস থেকেই তার নেটওয়ার্ক পরিচালিত হয়ে থাকে এবং তিনি এই অফিসেই সবসময় থাকেন। প্রতি মাসে এখানে গোপন বৈঠকও হয়ে থাকে বলে জানা গেছে। গতকাল সন্ধ্যায় তার অফিসে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, তার শত্রু অনেক, একটি মহল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তার বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে এসব মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করছে। তিনি বলেন, আটককৃতরা তাকে ফাঁসানোর জন্য হয়তো তার নাম উল্লেখ করেছে। তিনি আটককৃতদের চরমপন্থী আখ্যায়িত করে বলেন, তারা ইসলামের শত্রু, দেশের শত্রু, সুতরাং তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকার কথা নয়। তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এ ধরনের সংবাদ পরিবেশনের জন্য প্রতিবাদ জানান।

এদিকে আজ সকাল ১০টায় নগরীর স্বপ্নিল কমিউনিটি সেন্টারে তার এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করার কথা। আহলে হাদিস বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ ধরনের সংবাদ পরিবেশনের জন্য তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে আহলে হাদিস বাংলাদেশ কোনো চরমপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাসী নয়। এ সংগঠন ও তার অঙ্গ সংগঠনসমূহ দেশে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

আরো পড়ুন :

- শুনুনঃ জামার্ন রেডিও বাংলার খবর - অধ্যাপক গালিবকে নিয়ে (**PLAY AUDIO**)
- বিদেশী জঙ্গিদের সঙ্গেও রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঃ কে এই অধ্যাপক গালিব?
- জঙ্গি মৌলবাদের বিস্তার ঃ সিভিল সমাজের করণীয় বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠক ঃ জঙ্গি কর্মকাণ্ডের শ্বেতপত্র প্রকাশ ও গ্রেনেড-বোমা হামলার গণতদন্ত হবে
- নওগাঁয় ব্র্যাক অফিসে, সিরাজগঞ্জে গ্রামীণ ব্যাংকে বোমা হামলা রংপুরে গ্রেনেড উদ্ধার

- নাটক-এনজিওতে হামলার পেছনে জামা'আতুল-জেএমজেবি ॥ গালিবসহ রাবির ৫০ শিক্ষক ও বহু ছাত্র জড়িত

- বাংলাভাইকে নিয়ে মুক্ত-মনার বিশেষ ফিচার